দৈনিক বাংলা

তারিখ .. 24 MAY 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম .. ২ ...

৫৩

ভুয়া ছাত্র–শিক্ষক

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অন্ধকার দিকের প্রকাশ ঘটছে স্কুল জরিপে। বহু স্কুলে ভুয়া ছাত্র ও ভুয়া শিক্ষক থাকার কথা জানা যাচ্ছে। পটুয়াখালী থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার পাঠানো এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ঐ জেলায় জরিপকালে স্কুল কর্তৃপক্ষ ভুয়া অথবা ধার করা ছাত্র ও শিক্ষক দেখাচ্ছেন জরিপকারীদের। কেবল পটুয়াখালী জেলাই নয়, দেশের সর্বত্রই যে এই অবস্থা বিরাজমান–একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই দুর্নীতির দরুনই বেশীরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন–অধ্যাপনা, পরীক্ষা গ্রহণ কোনটাই যথাযথভাবে চলছে না। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে শিক্ষার সর্বনাশ সাধিত হচ্ছে, অবনতি ঘটছে শিক্ষামানের। স্কুল পর্যায়ের শিক্ষামানের ক্ষয়রোগ উচ্চ পর্যায়েও সংক্রমিত হচ্ছে। এ জন্যই উন্নত দেশগুলিতে এদেশের ডিগ্রী–ডিপ্লোমার তেমন কোন স্বীকৃতি নেই।

দেশ গরীব হলেও এখানে ব্যাঙের ছাতার মত স্কুল–কলেজ গজাচ্ছে। বিবিধ সমাজ কর্মের মত শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা, স্কুল–কলেজ স্থাপন ইত্যাদি এ দেশে মহৎ ও সৎ কাজ হিসাবে স্বীকৃত সুদূর অতীত থেকে। অতীতে বেশ কিছু সংখ্যক বিত্তবান নিজের অথবা বাপ–মায়ের নামে স্কুল–কলেজ দিয়েছেন। এই সাধু কর্মের জন্য তারা সমাজের কাছ থেকে সাধুবাদও পেয়েছে। কিন্তু সত্তরের দশক থেকে স্কুল-কলেজ স্থাপনে ভিন্ন এক ধারা যোগ হয়েছে।

অনেক স্কুল–কলেজ স্থাপিত হয়েছে ঐ সময়। এমনকি একই এলাকায় একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যাপীঠ স্থাপনের একটি হুজুগ যেন পেয়ে বসেছিল এক শ্রেণীর লোককে। স্কুল–কলেজ চলবে কিনা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র–শিক্ষক জুটবে কিনা এসব কথা ঠান্ডা মাথায় বসে ভাবেননি অনেকেই। ফলে পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। ছাত্র–শিক্ষকের অভাব দেখা দিয়েছে। অনেকে অবশ্য স্কুল–কলেজ নিয়ে লাভের বেসাতি শুরু করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারী মঞ্জুরি পাওয়া যায়। শিক্ষকদের বেতন–ভাতারও একটা বড় অংশ বহন করছেন সরকার। এই মঞ্জুরির লোভে এক শ্রেণীর সুযোগ সন্ধানী লোক বিদ্যাপীঠের ব্যবসা ফেঁদে বসেছেন। মঞ্জুরি পাওয়ার জন্য ন্যূনতম নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র, শিক্ষক ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক দেখাতে হয়। মফঃস্বল ও গ্রামাঞ্চলের বহু স্কুলেই ঐ সংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক নেই। নেই শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণাদিও। রেজিষ্টারে থাকে ভুয়া ছাত্র ও শিক্ষকের নাম। এদের দেখিয়েই তারা সরকারী মঞ্জুরি আদায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা আত্মসাৎ করেন। সবকিছু তারা ম্যানেজ করেন নানা কৌশলে, বিশেষত টাকার জোরে। ঠিক ঠিক জায়গায় কিছু ঢালতে পারলেই অনায়াসে মঞ্জুরি পাওয়া যায় বলে অভিযোগ রয়েছে।

পঠন–পাঠন যথাযথভাবে চলার জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই ন্যূনতম সংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক এবং শিক্ষা উপকরণ থাকা অত্যাবশ্যক। এই সংখ্যক ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ আছে কিনা তা যাচাই–এর জন্য স্কুলগুলিতে মাঝে মাঝে জরিপ চালানো হয়। স্কুলগুলির প্রকৃত পরিস্থিতি জানাই এই সরকারী জরিপের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই এই অভিযান সফল হয় না। কারণ, আকস্মিক পরিদর্শনের কথা থাকলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অগ্রিম ঢোল–সহরৎ হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভুয়া ছাত্র ও শিক্ষক দিয়ে স্কুল ভরে রাখেন। এটা বন্ধ না হলে আমাদের শিক্ষার সর্বনাশ রোধ করা সম্ভব হবে না।

স্কুল–কলেজে কেবল ভুয়া ছাত্র ও শিক্ষক দিয়েই ব্যবসা চলছে না। আরও নানাভাবে প্রচুর পয়সা রোজগার করা হচ্ছে এই খাত থেকে। ভর্তি, এসএসসি–এইচএসসি–ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য 'এলাও', প্রশ্নপত্র ফাঁস, নকলে সহযোগিতা, জাল সার্টিফিকেট, মার্কশীট ও টেস্টিমনিয়াল ইত্যাদির জমজমাট ব্যবসা চলে বলেও পত্র–পত্রিকায় বহু খবর প্রকাশিত হয়েছে। এইসব দুর্নীতিই শিক্ষার ইষ্ট নাশ করছে। শিক্ষাকে রাহুমুক্ত করতে হলে এই বহুমুখী দুর্নীতি দমন করতে হবে। দুর্নীতিমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের শিক্ষার মান উন্নত হবে না, শিক্ষা জাতির কোন উপকারেও আসবে না।

এই সত্য আজ সর্বজনস্বীকৃত যে শিক্ষাই সকল জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চাবিকাঠি। যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে একদিকে যেমন উন্নয়নের অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় অন্যদিকে তেমনি গড়ে ওঠে শিক্ষিত ও মেধাবী জনশক্তি। প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিও হস্তগত হয়। সুতরাং শিক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত করতেই হবে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে কোন ভুয়া ছাত্র ও শিক্ষক না থাকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার নিশ্চয়তা বিধান করবেন বলে আমরা আশা করছি।